সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদফতরের মাসিক মুখপত্র

রেজি নং : ৭৩/৭৬ | বর্ষ ৮ সংখ্যা ১ | জুলাই ২০১৬

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

অটিস্টিক শিশুদের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাবা মায়ের অবর্তমানে অটিস্টিক শিশুদের দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র : প্রধানমন্ত্রী

অটিস্টিক শিশুদের মেধা বিকাশে সবাইকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অটিস্টিক আক্রান্তরা দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অটিস্টিক শিশুদের পিতা-মাতার অবর্তমানে তাদেরকে লালন-পালনের জন্য রাষ্ট্রই দায়িত্ব নেবে।

গত ২ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০১৬ উপলক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন এমপি। অটিজম ও স্নায়ুবিক সমস্যাজনিত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন জাতিসংঘে অটিজম বিষয়ক মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকায় অনুষ্ঠানে তাঁর ধারণকৃত বক্তৃতা পরিবেশন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নীল আলো জ্বালিয়ে প্রতিবন্ধী দিবসের কার্যক্রম উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের পরিবেশনায় 'আলোর ভুবন' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। প্রধানমন্ত্রী এ সময় প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে গিয়ে তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে অটিস্টিকদের জন্য সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রত্যেক জেলা উপজেলায় একটি করে অটিজম চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে সরকারের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। দেশের ৬৪ জেলায় এবং ৩৯টি উপজেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে অটিজম কর্নার চালু করা হয়েছে। যা থেকে প্রায় ২০ লাখ প্রতিবন্ধী সেবা গ্রহণ করছে। ঢাকায় শিশু হাসপাতালসহ ১৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে অটিজম সমস্যাজনিত শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় এই সেবা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে। এছাড়া সেনানিবাসে 'প্রয়াস' নামে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও তুলে ধরেন তিনি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা আইন-২০১৩, নিউরো প্রতিবন্ধী ডেভেলপমেন্ট সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩, অটিজম ব্যক্তিদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য নিউরো প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকজন বিজ্ঞানী এবং মনীষী জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী থাকার পরেও স্বীয় প্রতিভা গুণে বিশ্ববরেণ্য হতে পেরেছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধীরা কোন না কোন বিষয়ে বিশেষ মেধাসম্পন্ন হয়। আমরা যদি প্রতিবন্ধীদের মেধা বিকাশের সুযোগ দেই, তাহলে তারা সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারে। এ সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অটিজম শিশুদের বাংলাদেশের হয়ে পদক জেতার উদাহরণ দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, তিনি প্রতিবন্ধী শিশুদের আঁকা ছবিসংবলিত শুভেচ্ছা কার্ড বিভিন্ন উৎসবের সময় ব্যবহার করে থাকেন। অটিস্টিকদের লেখাপড়ার জন্য সরকারের প্রচলিত 'ব্রেইল' পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা তাদের জন্য আলাদা সফটওয়্যার তৈরি করে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ তৈরির আহবান জানান।

অন্য পাতায়

আমাদের কথা ২
সমাজসেবা অধিদফতরের উপপরিচালক সম্মেলন ২
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা ২
পরিচিতি ৩
শোকসংবাদ ৩
সমাজসেবা অধিদফতরে ডে কেয়ার সেন্টার ৪
ফাইজার নতুন ঠিকানা ছোটমণি নিবাস ৪
রোগী কল্যাণ মেলা ৪
সাফল্যগাঁথা ৫
কর্মশালা ৬
প্রশাসনিক সংবাদ ৬
এনডিডি অ্যাকশন প্ল্যান ৭
প্রশিক্ষণ সংবাদ ৭
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং ৮
'বয়স্কভাতা' এবং 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা' কার্যক্রম ৮

আমাদের কথা

মাসিক 'সমাজকল্যাণ বার্তা'- সমাজসেবা অধিদফতরের বহুমুখী কার্যক্রম প্রচারণায় একটি অনন্য মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। কিঞ্চিৎ বিরতির পর সমাজসেবা অধিদফতরের ব্যাপক কর্মযজ্ঞের বাস্তব দর্পণরূপে আত্মপ্রকাশ করছে নব আঙ্গিকে এবং অনিন্দ্য অবয়বে। এ পত্রিকাটির মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরের সার্বিক কর্মসূচি সম্পর্কে জনসাধারণ অবহিত হতে পারবেন।

সমাজসেবা অধিদফতর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG), সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি সমন্বয় ও গতিশীল করার লক্ষে National Social Security Strategy (NSSS) বাস্তবায়নে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১ জুলাই সমাজসেবা অধিদফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-ফাইল (নথি) চালু হয়। সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন ভাতা প্রদান কার্যক্রমকে ডিজিটাইজ করার জন্য Management Information System (MIS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ছবিসহ তথ্যাদি Disability Information System ডাটাবেজ-এ সন্নিবেশ করা হচ্ছে যা সেবা সহজীকরণ, উপকারভোগীদের জন্য সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণে একটি মাইলফলক স্বরূপ। 'সমাজকল্যাণ বার্তা' অধিদফতরের এ সকল কার্যক্রম প্রচারণায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

আমাদের অভিপ্রায়ে, পত্রিকাটির লেখায়, সংবাদে, চিত্রে ও সাফল্যগাঁথায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনচিত্রের হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনের মাধ্যমে এ প্রকাশনা সকলের কাছে পৌঁছে দেবে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার অনিঃশেষ বার্তা। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতায় 'সমাজকল্যাণ বার্তা'র প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে এ প্রত্যাশায় সকল পাঠক ও সহকর্মীকে জানাই একরাশ শুভেচ্ছা।

গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির
মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদফতর

সমাজসেবা অধিদফতরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত উপপরিচালক সম্মেলন ২০১৬

মাঠপর্যায় থেকে আগত উপপরিচালক সম্মেলনের একাংশ

সমাজসেবা অধিদফতরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত উপপরিচালক সম্মেলন গত ২৯ মে সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৬৪ জেলার উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, সদর কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সকল কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান এবং সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। অনুষ্ঠানের শুরুতে সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (কার্যক্রম) এবং যুগ্মসচিব আবু মোহাম্মদ ইউসুফ উপস্থিত উপপরিচালকবৃন্দের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সমাজসেবা অধিদফতর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিদফতর। এ অধিদফতরের মাধ্যমে সরকারের অধিকাংশ কল্যাণমূলক কাজগুলো সম্পাদিত হয়। তিনি সকল কর্মকর্তাকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানান। প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতামত শুনে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উপর নির্ভর করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি। তিনি আরো বলেন, জেলা পর্যায়ের ৬৪ জন উপপরিচালক মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রধান রূপকার। তিনি এই কার্যক্রম গতিশীলকরণে বেশ কিছু পরামর্শ দেন। সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির নবদায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালকবৃন্দকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশনা দেন। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তঃ শিশুপরিবারের শিশুদেরকে সমাজের মূল স্রোতে সম্পৃক্তকরণ, প্রতিটি শিশুর জন্য Individual Action Plan প্রণয়ন, কোচিং সাইকেল, গেটওয়ে টু জব মার্কেট এবং প্রাইভেট টিউটর নিশ্চিতকরণ; শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাবুর্চিগণকে রান্নার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; বালিকা শিশু পরিবারের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদারকরণ; প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের আওতায় ক্রয়কৃত ল্যাপটপ, ক্যামেরা, প্রিন্টার ও কাগজ-কালি ক্রয়ের নথিপত্র সংরক্ষণ; অডিট টিম গঠন করে সংশ্লিষ্ট সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিতকরণ; ডাটা সংশোধনপূর্বক দ্রুত আইডি প্রিন্ট ও বিতরণ; One UCD One New Trade এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান; আরএসএস ও ইউসিডি'র আওতায় পরিচালিত ঘূর্ণায়মান তহবিলের স্বচ্ছতার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অডিট টিম গঠন, এমআইএস এর আওতায় ৫ মিলিয়ন ভাতাভোগীর ডাটাবেজ দ্রুত তৈরিকরণ; যাকাত উৎসবের আয়োজন করে রোগীকল্যাণ সমিতির আয়বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। সম্মেলনে সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং অতিরিক্ত সচিব এ কে এম খায়রুল আলম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপপরিচালকগণ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

গত ১৯ জুন নুরুজ্জামান আহমেদ এমপিকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ২১ জুন তারিখে তিনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই দিনেই প্রতিমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদের সঙ্গে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থার প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় নুরুজ্জামান আহমেদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী ভিশন ২০২১, এসডিজি এবং মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে সকলকে যথাযথভাবে কাজ করার আহবান জানান। সভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান প্রতিমন্ত্রী যে মিশন নিয়ে মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তার সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা পোষণ করে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। উপপরিচালক, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (সংযুক্ত) মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন। সভার শুরুতে সমাজসেবা অধিদফতরের অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ও মহাসচিবসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং সমাজসেবা কর্মচারী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন।

পরিচিতি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান আহমেদ এমপিকে ২০১৬ সালের ১৯ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রণালয়ের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ২১ জুন তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তিনি লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিরাম গ্রামে ১৯৫০ সালের ৩ জানুয়ারি এক সম্ভ্রান্ত রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব করিম উদ্দিন আহমেদ দু'বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম নূরজাহান বেগম। তাঁর পিতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুব কাছের রাজনৈতিক সহচর হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও নিজ পিতার রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নুরুজ্জামান আহমেদ ছাত্রজীবনেই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি স্থানীয় সরকারের ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১৫ সালের ১৪ জুলাই তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। নুরুজ্জামান আহমেদ উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ১৯৬৯ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.কম ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে এইচ.এস.সি ও ১৯৬৫ সালে লালমনিরহাট জেলার তুষভাণ্ডার হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ব্যক্তিগত জীবনে নুরুজ্জামান আহমেদ বিবাহিত এবং ৩ সন্তানের গর্বিত পিতা। তাঁর সহধর্মীনির নাম হোসনে আরা বেগম। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নুরুজ্জামান আহমেদের সাহিত্য ও সঙ্গীতে রয়েছে প্রগাঢ় আগ্রহ। অবসর সময়ে কবিতা আবৃত্তি এবং গান শোনা তাঁর প্রিয় শখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রিয় কবি।

সম্মানিত সচিব

ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান
সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান ১৯৫৬ সালের ১৫ অক্টোবর গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গোবরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে বিএসএস (অনার্স) ও এমএসএস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। সহকারী কমিশনার হিসেবে বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, যশোর, পটুয়াখালী, রাঙামাটি, গাজীপুর ও নরসিংদীসহ বিভিন্ন জেলায় দায়িত্ব পালন করেন।

ড. হাসান ২০০০ সালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ২০০৫ সালে শিল্পকলা একাডেমির সচিব (সরকারের উপসচিব) এবং ২০০৬ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর পরিচালক ছিলেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৮ এবং ২০০৯ সালে তিনি যথাক্রমে সরকারের যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব হিসেবে বিনিয়োগ বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ড. হাসান ২০১০ সালের ১ মার্চ থেকে ২০১৪ সারের ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে যোগদান করে ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান ২০১৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর ৩২ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আইন ও প্রশাসন বিষয়ক এবং সিনিয়র স্টাফ কোর্সসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি হংকং, ভারত, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন।

ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ১৯৯৮ সালের ২ জানুয়ারি প্রকাশিত 'নিসঙ্গ নির্ঝর' শীর্ষক বইয়ের লেখক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং ৪ সন্তানের গর্বিত জনক।

শোক

সৈয়দ মহসীন আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মহসীন আলী এমপি ২০১৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

সৈয়দ মহসীন আলী ১৯৪৮ সালের ১২ ডিসেম্বর মৌলভীবাজারে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ছাত্র জীবনেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং মাত্র ২২ বছর বয়সেই সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সিলেট বিভাগ সি.এন.সি. স্পেশাল ব্যাচের কমান্ডার হিসেবে সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তিনি মৌলভীবাজার পৌরসভা চেয়ারম্যান হিসেবে ৩ বার নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে সংসদীয় কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-৩ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং একই দিন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

প্রমোদ মানকিন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন ২০১৬ সালে ১১ মে মোস্বাইস্থ হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি ১৯৩৯ সালের ১৮ এপ্রিল নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার বাকালজোড়া ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত গারো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদানের মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হালুয়াঘাট উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের অন্যতম সদস্য, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে শরণার্থী শিবিরে রেডক্রসের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১, ২০০১, ২০০৮ সালে হালুয়াঘাট থেকে এবং ২০১৪ সালে হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথমে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন।

সমাজসেবা অধিদফতরের ডে কেয়ার সেন্টার

ডে কেয়ার সেন্টারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শিশুরা

সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবিরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত ১০ মে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে সমাজসেবা ভবনের ১০ তলায় ডে কেয়ার সেন্টারের শুভ উদ্বোধন হয় এবং ২৪ মে আনুষ্ঠানিকভাবে এর পথচলা শুরু হয়।

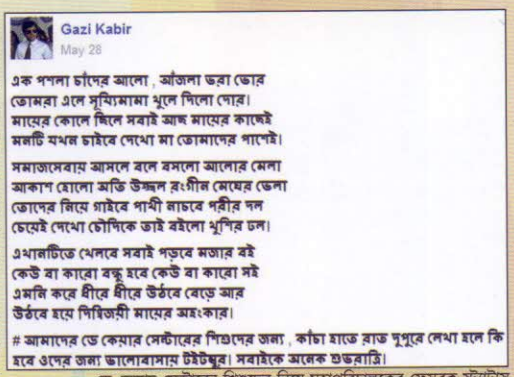

ডে কেয়ার সেন্টারের শিশুদের নিয়ে মহাপরিচালকের ফেসবুক স্ট্যাটাস

সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মকালীন সময়ে শিশু সন্তানদের লালন-পালন ও দেখভাল করার অসুবিধার কথা চিন্তা করে এবং তাদের অফিসের কাজে আরো মনোযোগী ও মনোনিবেশ করার সুযোগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় এনে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেন। মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবিরের অত্যন্ত দূরদৃষ্টি এবং শিশুদের প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য উদাহরণ এই ডে কেয়ার সেন্টার।

গত ১২ জুলাই ডে কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনে আসেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন খালিদ, এনডিডি ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন প্রফেসর ডা. মোঃ গোলাম রব্বানী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এ কে এম খায়রুল আলমসহ আরও অনেকে। সচিবগণ মহাপরিচালকের এই মহান উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

ডে কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটির আহবায়ক প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির কর্মসূচি পরিচালক ডাঃ আশরাফী আহমেদ, সদস্য সচিব, সহকারি পরিচালক (চিকিৎসা) লামিয়া ইয়াসমিন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শারমিন আক্তার রুমি ডে কেয়ার সেন্টারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করছেন।

ফাইজার নতুন ঠিকানা ছোটমণি নিবাস

ফাইজাকে ছোটমণি নিবাসে হস্তান্তর

জন্মের পরপরই তার স্থান হয়েছিল স্যাঁতসেঁতে আবর্জনার স্তূপে, যেখানে ক্ষুধার্ত কুকুরের থাবা বিকৃত করেছে তার হাতের ছোট্ট কোমল আঙুল, ঠোঁটের অংশবিশেষ। গত ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কাফরুলের পুরনো বিমানবন্দর মাঠের ঝোঁপে সিমেন্টের খালি বস্তায় মোড়ানো অবস্থায় আবর্জনার স্তূপে কে বা কারা ফেলে গিয়েছিল ফাইজাকে। একদল কুকুর পাঁয়তারা করেছিল বস্তায় থাকা শিশুটিকে খাবারে পরিণত করতে। ঢিল ছুঁড়ে কুকুর তাড়াতে গিয়ে কয়েক কিশোর প্রথম দেখতে পায় রক্তাক্ত শিশুটিকে। আতঙ্কে তারা চিৎকার করে ওঠে। ঠিক ঐ মুহূর্তে জাহানারা নামের স্থানীয় নারী কিশোরদের চিৎকার শুনে এগিয়ে গিয়ে শিশুটিকে দেখতে পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।

এরপর ফাইজাকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টায় নিয়োজিত হন নবজাতক ওয়ার্ডের প্রধান অধ্যাপক ড. আবিদ হোসেন মোল্লার নেতৃত্বে চিকিৎসক বোর্ড। তাদের পরম মমতা ও নিরন্তর চেষ্টায় রক্ষা পায় নবজাতকের প্রাণ। টানা ২৬ দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক এবং নার্সদের সেবা ও ভালবাসায় চিকিৎসাধীন থাকার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাকে হস্তান্তর করা হয় সমাজসেবা অধিদফতরের ছোটমণি নিবাসের উপতত্ত্বাবধায়ক সেলিনা আক্তারের কাছে।

রোগী কল্যাণ মেলা

রোগী কল্যাণ মেলায় বক্তাবৃন্দ

সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমটি সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে জনসেবার একটি অনন্য মডেল কার্যক্রম। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে আগত অসহায়, দুস্থ, নিঃস্ব ও হতদরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, পথ্য, রক্ত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধী রোগীদের অ্যাসিসটিভ ডিভাইস, দরিদ্র মৃত রোগীদের জন্য সৎকারের ব্যবস্থা, নিঃস্ব রোগীদের পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি সহায়তার জন্য ১৫ জুন সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে ঢাকা শহরের ২৬টি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের 'রোগী কল্যাণ সমিতি'র অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় 'রোগী কল্যাণ মেলা-২০১৬'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান। এ মেলাটি দেশব্যাপি আয়োজনের পাশাপাশি আগামী বছর ব্যাপক আকারে আয়োজনের বিষয়ে বক্তাগণ অভিমত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি আগামী বছর এ মেলার মাধ্যমে নূন্যতম ৫ কোটি টাকা অনুদান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়।

দেশে বৃহৎ সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালসমূহ, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসমূহ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালসমূহে মোট ৫১৩টি রোগী কল্যাণ সমিতি রয়েছে। এসকল সমিতির মাধ্যমে বছরব্যাপি প্রায় ৪ লক্ষাধিক দরিদ্র রোগীকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারসহ অধিদফতরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় 'রোগী কল্যাণ মেলা' আয়োজনের মাধ্যমে পবিত্র রমজান মাসে দুস্থ রোগীদের কল্যাণে ব্যয়কল্পে অনুদান সংগ্রহ করতে পারে যাতে স্থাপিত হবে মানব সেবায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত। রোগী কল্যাণ সমিতিতে দান-অনুদান অথবা যাকাত দেয়ার মাধ্যমে দুঃস্থ রোগীদের সেবায় এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে প্রধান অতিথি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান এবং সভাপতি সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির তাঁদের বক্তব্য দেন। এ ধরণের একটি চমৎকার আইডিয়ার জন্য উপপরিচালক, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (সংযুক্ত) মোঃ সাজ্জাদুল ইসলামকে পুরস্কৃত করা হয়।

সাফল্যগাঁথা

নিজের হাঁসের খামারে স্বপ্না বেগম

স্বপ্না বেগমের স্বপ্ন পূরণে পল্লী সমাজসেবা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মৌজা শাখাতীর এক নিভৃত পল্লীর অভাব অনটনের সংসারে জন্ম হয় স্বপ্না বেগমের। পড়ালেখা শেষ করতে না করতেই মাত্র ১৬ বছর বয়সে বসতে হয়েছে বিয়ের পিঁড়িতে। স্বামী পাশের গ্রাম হারিশ্বহরের কামাল হোসন। স্বামীর ঘরেও অভাব ছাড়া কিছুই মিলেনি তার। জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রত্যয়ে অভাবকে চিরতরে বিদায় জানাতে কাজের উদ্দেশ্যে চষে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। গ্রামে অন্যের জমি বর্গাচাষ, অর্ধেক ভাগে অন্যের গাভি, হাঁস-মুরগি পালন করে অভারের সংসারের দিন চলে স্বপ্না বেগমের।

শীতের সকালে কনকনে ঠাণ্ডায় কাজের উদ্দ্যেশে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথে স্বপ্না বেগমের দেখা হয় কালীগঞ্জ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ইউনিয়ন সমাজকর্মী মোছাঃ জান্নাতুল মাওয়ার। পথে যেতে যেতে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন তার দুঃখ-দুর্দশার কথা। জান্নাতুল মাওয়া অফিসে এসে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করেন। সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে পল্লী সমাজসেবা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম অন্যতম। সেই কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয় স্বপ্না বেগমকে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সমাজকর্মী মোছাঃ জান্নাতুল মাওয়া স্বপ্না বেগমকে ২০১৫ সালে প্রাথমিক পুঁজি হিসেবে ১০,০০০ টাকা ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করেন এবং সেই সঙ্গে হাঁসের খামার করার পরামর্শ প্রদান করেন। ইউনিয়ন সমাজকর্মীর পরামর্শ মোতাবেক স্বপ্না বেগম ১০,০০০ টাকার মধ্যে ৭,৫০০ টাকা দিয়ে ২৫ টাকা দরে ৩০০টি একদিনের হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করেন। অবশিষ্ট ২,৫০০ টাকা দিয়ে বাড়ির পাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে হাঁসের বাচ্চার জন্য থাকার জায়গা করে দেন। দিনের বেলা কাজের অবসরে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বাড়ির পাশে খাবারের সন্ধানে বের হন। দিনের পর দিন হাঁসের বাচ্চাগুলো বড় হতে থাকে। তিনমাস পর হাঁসগুলোকে ৫০,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। দিন দিন বেড়ে যায় স্বপ্না বেগমের খামারের পরিধি।

বর্তমানে তার মালিকানায় রয়েছে ৫০০টি হাঁসের খামার ও কিছু মুরগি এবং ছাগল। এছাড়াও গরুর খামার করার কাজটি প্রক্রিয়াধীন। স্বপ্না বেগমের একাগ্রতা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্যই আজ সে সমাজ ও পরিবারের কাছে সম্মানিত, আত্মনির্ভরশীল। যা নারীর ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

> দরিদ্রতা বিমোচনে সমাজসেবার ঋণ,
> বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় বাজবে খুশির বীণ
>
> বঙ্গবন্ধুর উদ্ভাবন, ক্ষুদ্রঋণের প্রবর্তন

ঢাকার তেজগাঁও সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসী মাহমুদা আক্তার বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন মাহমুদা আক্তার

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ভিটিপাড়া গ্রামের এক বিধবা নারী রুবিনা খাতুনের শিশুকন্যা মাহমুদা আক্তার। স্বামীর মৃত্যুর পর শিশু সন্তানকে নিয়ে অসহায় হয়ে পরেন। উপায়ন্তর না দেখে ১৯৯৯ সালের ২৮ এপ্রিল রুবিনা খাতুন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ঢাকার তেজগাঁও সরকারি শিশু পরিবারে ভর্তি করেন। ৬ বছর বয়সে ভর্তির পর থেকে সম্পূর্ণ সরকারিভাবে মাতৃস্নেহে লালন-পালন, ভরণ-পোষণ, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, পড়ালেখা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, বিনোদন, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সকল বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বেড়ে ওঠেন মাহমুদা আক্তার। শান্ত স্বভাবের মাহমুদার পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ আগ্রহ ছিল প্রকট। তার স্বপ্ন ছিল সরকারি চাকুরি করার এবং পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেয়ার। মাহমুদা ২০১৪ সালে S.S.C পরীক্ষায় GPA ৩.৭৫ পেয়ে পাশ করেন। ২০১৫ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পেয়ে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে এতিম কোটায় চাকুরির জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদন করানো হলে মাহমুদা আক্তার ইন্টারভিউতে সিলেক্ট হন। সিলেক্ট হওয়ার পর ২০১৫ সালের ৬ মে থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, রংপুর হতে (১৫তম ব্যাচে) সফলতার সঙ্গে ট্রেনিং শেষ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকায় কনস্টেবল পদে চাকুরিতে যোগদান করেন, যার নং-৩৪১৩২। মাহমুদা আক্তার তার এই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর ও সরকারি শিশু পরিবার সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

> পিতা মাতা নেই যে শিশুর এতিম অসহায়
> দুঃস্থ জনের সেবা করি আমরা সবাই
>
> বিপন্ন শিশুদের আবাস, ছোটমণি নিবাস
>
> শেখ হাসিনার হাতটি ধরে
> পথের শিশু যাবে ঘরে

কর্মশালা

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

সমাজসেবা অধিদফতর প্রাঙ্গণে হিজড়া জনগোষ্ঠীর র‍্যালি

সমাজসেবা অধিদফতরের মিলনায়তনে গত ২৮ মে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় 'হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বিষয়ক কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রূপন কান্তি শীল ও খন্দকার আতিয়ার রহমান এবং যুগ্ম সচিব মোঃ নূরুল কবির সিদ্দিকী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন সোপানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, মিডিয়াকর্মী, বেতার এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকবৃন্দ।

কর্মশালায় হিজড়া এবং কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে হিজড়াদের সমস্যা, সমাধান ও সুপারিশমালা নিয়ে দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৬ টি দলে দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

হিজড়াদের অধিকার সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা; সম্পত্তি উত্তরাধিকার; ডাক্তারী পরীক্ষায় চিহ্নিত প্রকৃত হিজড়াদের পরিসংখ্যান নির্ধারণ এবং পরিচয়পত্র প্রদান; পরিবারে সদস্যগণের জন্য কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা; সকল মৌলিক-মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা; স্বাভাবিকভাবে চাকুরী করার ক্ষেত্র তৈরি করা এবং কোটা নির্ধারণ; প্রচার মাধ্যমসমূহে সামাজিক সচেতনতাসহ বেশ কিছু সুপারিশমালা দলীয় আলোচনায় উপস্থাপিত হয়।

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

"ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানমূলক কাজে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ শীর্ষক কর্মশালা গত ৪ জুন সমাজসেবা অধিদফতরের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান।

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা নিরূপণ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তাবৃন্দ

কর্মশালাটি ৩ টি পর্বে বিভক্ত ছিল। ১ম পর্বে কর্মসূচি পরিচালক সৈয়দা ফেরদাউস আখতার কর্মশালার ধারণাপত্রের উপর আলোকপাত করে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন এনজিও কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এর প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধিগন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কর্মশালার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্মসূচির আনুপার্বিক বর্ণনা দিয়ে তাদের প্রতি সরকারের আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার কথা বর্ণনা করে তাদের কল্যাণে সরকার প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করে বদলে যাওয়ার আহবান জানান।

ভিক্ষুকদের জন্য ভাতা প্রর্বতন; আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ; সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- আশ্রয় কেন্দ্র, একটি বাড়ি একটি খামারের মতো কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ এবং উৎসমুখ বন্ধ করার জন্য নিজ এলাকায় পুনর্বাসিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণসহ বেশ কিছু সুপারিশ কর্মশালায় উপস্থাপিত হয়।

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ করণীয়

গত ২৫ জুন অধিদফতর মিলনায়তনে সকল ইউসিডি কর্মকর্তা, ছিটমহলভুক্ত উপজেলা কর্মকর্তা এবং বিশেষ বরাদ্দপ্রাপ্ত টুংগীপাড়া উপজেলা কর্মকর্তাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হল দক্ষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক কর্মশালা।

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম কর্মশালা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান এবং সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির। উদ্বোধনী পর্বে প্রথমে ২০১৬ সালে অনুমোদিত সর্বশেষ নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং বর্তমান নীতিমালায় পূর্বের 'এসিডদগ্ধ' শব্দটি শুধুমাত্র 'দগ্ধ' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ায় বাংলাদেশের সব ধরণের দগ্ধ ব্যক্তিরা কিভাবে নিশ্চিত সেবা পেতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (কার্যক্রম) আবু মোহাম্মদ ইউসুফ, যুগ্মসচিব।

মূল প্রবন্ধের উপর সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) মোঃ জুলফিকার হায়দার, অতিরিক্ত পরিচালক বেগম জুলিয়েট বেগম, উপপরিচালক (কার্যক্রম-১) মোঃ শহীদুল ইসলাম, উপপরিচালক (সামাজিক) মোঃ আবু তাহের, উপপরিচালক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (সংযুক্ত) মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম এবং জাতীয় সমাজসেবা একাডেমীর অধ্যক্ষ এবং সমাজসেবা অফিসার্স এসোসিয়েশনের মহাসচিব মোঃ সাফায়েত হোসেন তালুকদার এবং কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক স্বপন কুমার হালদারসহ ৬৪ জেলা থেকে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনা করেন।

দলীয় আলোচনা পর্বে পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রমের সমস্যা, সম্ভাবনা, সেবা সহজীকরণ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং প্রতিবেদন প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রশাসনিক সংবাদ

পদোন্নতি/পদায়ন

সমাজসেবা অধিদফতরের ইতঃপূর্বেকার কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা সংক্রান্ত মামলা আপিল বিভাগে নিষ্পত্তি হওয়ায় এ পর্যন্ত উপপরিচালক/সমমান পদে মোট ৮৪ জন কর্মকর্তাকে উপপরিচালক (চ.দা.) পদে পদায়ন করা হয়েছে। এছাড়া সহকারী পরিচালক/সমমান পদে ১০৪ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা সম্ভব হয়েছে। তদুপরি ২য় শ্রেণী থেকে ১ম শ্রেণীতে ২৯ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ পাওয়া গেছে।

নিয়োগ

১ম শ্রেণীর সমাজসেবা অফিসার/সমমান পদে মোট ৪৬ জন কর্মকর্তা পিএসসি কর্তৃক সুপারিশের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আরও ৫৫ জন ১ম শ্রেণীর সমাজসেবা অফিসার/সমমান পদে নিয়োগের জন্য পিএসসি কর্তৃক সুপারিশ পাওয়া গেছে।

এনডিডি অ্যাকশন প্ল্যান

এনডিডি অ্যাকশন প্ল্যানের যাচাই-বাছাই উপকমিটির সভা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম এনডিসি-এর সভাপতিত্বে গত ১০ এপ্রিল অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যাবিষয়ক জাতীয় পরিচালনা কমিটির ১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে five year action plan যাচাই-বাছাই উপকমিটির সভা ১২ জুলাই সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এনজিও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সচিব সুরাইয়া বেগম এনডিসি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনচক্রভিত্তিক পরিচর্যা ও সুরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। মেয়েশিশু এবং কিশোর-কিশোরী নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখারও অনুরোধ জানান। অতঃপর একবছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা ও করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন সংক্রান্ত গঠিত উপকমিটির আহ্বায়ক ড. মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য উপাত্ত ও একবছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। উপকমিটির কর্মপরিধি অনুসারে চার ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনচক্র বিবেচনায় এনে বিভিন্ন ধরনের সেবা দানের জন্য একবছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার একটি sample Matrix প্রণয়ন করা হয়।

সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, উপস্থাপিত কর্মপরিকল্পনায় এনডিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের প্রয়োজনীয় আইনী সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি বলেন, 'সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মসূচিটি চলমান রয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় Disability Information System সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারটি ইন্টারএক্টিভ। অনলাইনের মাধ্যমে যে কোনো সময় যেকোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তা পূরণ করে ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকরণ সাপেক্ষে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন খালিদ বলেন, প্রতিটি স্কুলকে Safe home for NWD করতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে Inclusive কারিকুলাম আছে। উপজেলাভিত্তিক Specialized School করতে হবে এবং গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের কর্মসূচী পরিচালক ডা. আশরাফী আহমেদ, সমাজসেবা অধিদফদতরের উপপরিচালক (নিবন্ধন) আবু আবদুল্লাহ মোঃ ওয়ালী উল্লাহ, NDD Trust এর চেয়ারপার্সন প্রফেসর ডা. মোঃ গোলাম রব্বানী। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির তথ্য অনুসারে পাইলটভিত্তিতে দেশের এনডিডি প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বেশি এমন ৮ বিভাগের ৮ (আট) টি উপজেলা এবং সিটি কর্পোরেশনের একটি ওয়ার্ড-এ NDD শিশু ও ব্যক্তিবর্গের জন্য জীবনচক্রভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ; পাইলটিং এর জন্য স্থান নির্ধারণ ও পার্বত্য, হাওড়, উপকূল এবং সমতল এলাকা বিবেচনায় নিয়ে NDD প্রতিবন্ধীর সংখ্যা, তীব্রতা, সেবা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে স্থানসমূহ নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

প্রশিক্ষণ সংবাদ

'ই-ফাইল(নথি) সিস্টেম ইউজার' প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬

বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ অনুসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং বিনা ভোগান্তিতে জনগনের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেয়ার নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে একসেস টু ইনফরমেশন(এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রনয়ণকৃত ই-ফাইল(নথি) বাস্তবায়নের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর এবং এটুআই প্রোগ্রাম নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে মোতাবেক সমাজসেবা অধিদফতরাধীন জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি এটুআই প্রোগ্রামের কারিগরি সহযোগিতায় গত ১০-১৩ এপ্রিল, ১৭-২০ এপ্রিল ও ২৬ এপ্রিল 'ই-ফাইল(নথি) সিস্টেম ইউজার' প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। প্রথম অধিবেশন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১ টা এবং দ্বিতীয় অধিবেশন দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে ২৬ এপ্রিল সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত মোট ৫ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজসেবা অধিদফতরের ৩টি অধিশাখা ও শাখা পর্যায়ে ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৮১ জন নথি সিস্টেমের প্রান্তিক ব্যবহারকারী (মহাপরিচালক টু অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর) এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

মহাপরিচালক ১০ এপ্রিল প্রথম প্রহরে সমাজসেবা অধিদফতরের ফেসবুক ক্লোজগ্রুপ এবং ইনোভেশন ইন ডিএসএস ক্লোজগ্রুপে স্ট্যাটাস দেওয়ার মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন উপস্থিত হয়ে সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সমাজসেবা অধিদফতরের এই নতুন অধ্যায়ে স্বাগত জানান। তিনি সকল অংশগ্রহণকারীকে মনযোগী হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং ৫ ব্যাচের মোট ১৮১ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৬ জন সেরা প্রশিক্ষণার্থীকে মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে ৬টি ল্যাপটপ উপহার দেয়ার ঘোষণা প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক(ইউসিডি) মোহাঃ কামরুজ্জামান, উপপরিচালক, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়(সংযুক্ত) মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার (আরও) মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, এবং জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রভাষক মোঃ জহিরুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির অধ্যক্ষ মোঃ সাফায়েত হোসেন তালুকদার। সমাজসেবা অধিদফতরের ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির প্রভাষক মোঃ জহিরুল ইসলাম এই সিস্টেমটির অ্যাডমিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের ডোমেইন এক্সপার্ট মোহাম্মদ খোরশেদ আলম। এছাড়াও প্রশিক্ষণ চলাকালীন কারিগরী সহযোগিতায় সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আব্দুল হান্নান, সহকারি প্রোগ্রামার, এটুআই প্রোগ্রাম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিধবা ভাতার প্রচলন, শেখ হাসিনারই প্রবর্তন; শেখ হাসিনার মমতা, বয়স্কদের জন্য নিয়মিত ভাতা- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং-এর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে সাংবিধানিক অঙ্গিকার হিসেবে দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত এবং অনগ্রসর প্রবীণ ব্যক্তি এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচী প্রবর্তন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে ২০১৫ সালের ২৪ নভেম্বর 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং সম্পর্কিত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২০১৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়নে এবং কিভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে Action Plan বা Communication Strategy গ্রহণের লক্ষ্যে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীসমূহ হতে (১) বয়স্ক ভাতা, (২) বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচীদ্বয় ব্র্যান্ডিং এর জন্য নির্ধারণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে শ্লোগানও নির্ধারিত হয়।

ইতোমধ্যে ব্র্যান্ডিং এর জন্য নির্ধারিত শ্লোগান কয়েকটি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের টিভি স্ক্রলে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া জিঙ্গেল এবং টেলিভিশন স্পট নির্মিত হয়েছে যা অতি শীঘ্র প্রচারের অপেক্ষায় রয়েছে। মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তায়ও বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলাদের জন্য ভাতা কর্মসূচীদ্বয় প্রকাশের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

> "শেখ হাসিনার মমতা, নিয়মিত বয়স্ক ভাতা"
>
> "বিধবা ভাতার প্রচলন, শেখ হাসিনার উদ্ভাবন"

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি: 'বয়স্কভাতা' এবং 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা'

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা সমাজসেবা অধিদফতর অন্যতম। বর্তমান সরকার তার সাংবিধানিক অঙ্গিকার পূরণের লক্ষ্যে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করেন।

বয়স্কভাতা কর্মসূচি

১৪৫ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বৃহত্তম। দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ, দুঃস্থ ও বার্ধক্যে আক্রান্ত স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে এবং ভরণ-পোষণসহ পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষে বর্তমান সরকার তার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বছরে 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করে। প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাসহ ১০ জন দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়। প্রতিবছরই এ কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল দরিদ্র বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) এ কার্যক্রমের আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী ৬২ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের পুরুষ যাদের বার্ষিক গড় আয় ১০ হাজার টাকার নিচে তারা এ ভাতা পেয়ে থাকেন।

বয়স্ক ভাতা গ্রহণ করছেন প্রবীণব্যক্তিরা

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বিদ্যমান ভাতাভোগীর ৫% অর্থাৎ ১ লক্ষ ৫০ হাজর থেকে বৃদ্ধি করে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার জনে উন্নীত করেছে। জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৪০০ টাকা হতে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি

বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা প্রদান কর্মসূচি ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। উক্ত অর্থ বছরে ২ লক্ষ ১ হাজার ৫৫৫ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। বর্তমান সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় বিদ্যমান ভাতাভোগীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ১৩ হাজর ২০০ জন হতে বৃদ্ধি করে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার জনে এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৪০০ টাকা হতে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতার বই বিতরণ

বয়স্ক ও বিধবা ভাতা কার্যক্রমে সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো সকল ভাতাভোগীর নামে ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা প্রদান। এর ফলে ভাতাভোগীগণকে কোনোরকম হয়রানির শিকার হতে হয় না।

এ কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাসহ জনগণের দোরগোড়ায় এ সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ডাটাবেজ প্রণয়ণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবিরের নেতৃত্বে MIS (Management Information System) এর মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতর ডিজিটাল ভাতা ব্যবস্থাপনার নতুন যুগে পদার্পণ করেছে। MIS ভবিষ্যত সেবা সহজীকরণ ও উপকারভোগীদের জন্য সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভাতা কার্যক্রম ডিজিটাইজ করার জন্য এটি অপরিহার্য।

সম্পাদক : গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর। নির্বাহী সম্পাদক : সোমা ইউসুফ, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর।
সমাজসেবা ভবন, ই ৮/বি১ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ফোন : +৮৮ ০২ ৯১৩১৯৬৬ ফ্যাক্স : ৯১৩৮৩৭৫। www.dss.gov.bd
মুদ্রণে : কবি প্রকাশনী, ৪৩ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা।